দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 OCT 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

178

একজন সচেতন শিক্ষকের যা করা অশোভন

আজকালের মা-বাবারাই তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার নামে মিথ্যাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। মা-বাবা সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তারা সন্তানের ভাল রেজাল্ট পাওয়ার আশায় অংকুরেই ছেলেমেয়েদেরকে অন্যায়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি কুমিল্লা সর্ডান স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ্যরত একটি মেয়েকে বৃত্তি পাবার আশায় তার মা-বাবা তাকে নিয়ে ভর্তি করেছে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার একটি প্রাইমারী স্কুলে। যেখান থেকে তাদের মেয়ে অনায়াসেই বৃত্তি পাবে। অথচ মেয়েটির বাবা একজন অধ্যাপক। বাংলাদেশের শতকরা বিশ ভাগ শিক্ষিত লোকের মধ্যে একজন অধ্যাপক খুব বেশী সচেতন। তিনি বুদ্ধিজীবীর একাংশ। এই অধ্যাপকই যদি তার দশ বৎসরের মেয়ের মধ্যে নকলের বীজ ঢুকিয়ে দেন। প্রাথমিক বৃত্তি পাবার আশায় মেয়েকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে থাকেন তাহলে সমাজ সচেতন যারা নয় তাদের এ ধরনের কাজকে অন্যায় বলে তা নিরুৎসাহিত করবে কে? ভাল রেজাল্ট পাবার আশায় মা-বাবা তাদেরকে অন্যায়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে সরকারের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন এবং এই ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে নকল করার প্রবৃত্তি ও মানসিকতা যাতে গড়ে না উঠে সে দিকে কঠোর খেয়াল রাখা প্রয়োজন। কোন উপজেলাতে বৃত্তির কেন্দ্র না রেখে এটা জেলাতে রাখলে মনে হয় অভিভাবকরা এই রকম প্রতারণার সুযোগ নিতে পারবে না।

ওমর ফারুক স্বপন,
জাহানারা কটির,
কুমিল্লা।